Sanatan Dharma

শিক্ষক এবং গুরুর মধ্যে তফাৎ কি?

শিক্ষক:- যিনি পার্থিব বা ভৌত জীবনের বা ভৌতবাদের উপরে শিক্ষা দানের বিনিময়ে পার্থীব অর্থ বা ধন বা পার্থিব বস্তু বা শরীর বা বা পার্থিবকিছু আশা করেন এরকম ব্যক্তিকেই শিক্ষক বলা হয়। অনেক সময় শিক্ষকের সংজ্ঞা না জানার কারণে, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার জন্য শিক্ষকদের দোষ বা গালি দিই, আসলে এটা ঠিক নয়; কারণ, ভৌতবাদের শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করেন বলেই তিনি শিক্ষক।

গুরু:: যিনি আত্মউন্নতির জন্য এবং আধ্যাত্মিকউন্নতির জন্য অথবা মুক্তির পথের উপদেশের শিক্ষা দানের বিনিময়ে পার্থীব অর্থ বা ধন বা পার্থিব বস্তু বা শরীর বা পার্থিবকিছু আশা করেন না অর্থাৎ যিনি প্রকৃত জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে কারো কাছে কিছু আশা করেন না, অর্থাৎ শিক্ষা বা জ্ঞানের বিনিময়ে যিনি ব্যবসা করেন না এবং যার দেওয়া শিক্ষা পার্থিব জগত নিয়ে নয়- চৈতন্যময় জগত নিয়ে হয় এরকম ব্যক্তিকেই শাস্ত্রে প্রকৃত গুরু বলেছে।

অর্থাৎ, শিক্ষকের সাথে চুক্তি জড়িত, আমি তোমাকে জড় জগতের এতটা শিক্ষা দিবো, তার বিনিময়ে তুমি আমাকে এতটা জড় জগতের অর্থ বা বস্তু দিবে। কিন্তু গুরুর বেলায় এমন কোনো চুক্তি নেই, এখানে আদান প্রদানের বিষয়টা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং আত্ম উন্নতির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে- ইহা গুরুর বিবেক বিচার রুপি লোক কল্যাণ চিন্তাধারার স্বেচ্ছাধীন এবং প্রকৃত শাস্ত্রাধীন।

তাই গুরুকে সর্বোচ্চ পদ- সর্বোচ্চ সমর্পণ এবং সর্বোচ্চ আন্তরিকতার এবং শ্রদ্ধার আসনে নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া আছে।

তাই শিক্ষক কখনো গুরু হতে পারেন না কিন্তু গুরু অবশ্যই গুরু এবং শিক্ষক উভয়ই হতে পারেন ।

Published on: Jan, 31 2023 16:14